৪

আজকের কাগজ

তারিখ ...2.6 FEB 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২ ..

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ আস্থা হারাচ্ছে

নিউজ মিডিয়া ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ আস্থা হারাচ্ছে। দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় এসএসসি পরীক্ষায় যখন ৮ লাখ পরিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে, একই সময় দাখিল পরীক্ষায় মাত্র ৪০ হাজার পরিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। সারা দেশের স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নিয়ে অভিভাবকরা উদ্বেগে দিন কাটালেও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কক্ষগুলোতে শূন্যতা বিরাজ করছে। এদিকে বিভিন্ন মৌলবাদী দল মাদ্রসাকে তাদের রাজনৈতিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারে এখন তৎপর। তবে, মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা কমলেও নতুন মাদ্রাসা সৃষ্টির আবেদন নিবেদন কমেনি। ধর্মীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠি মাদ্রাসার মঞ্জুরি নিয়ে ভুয়া শিক্ষকের নাম তালিকাভুক্ত করে সরকারের লাখ লাখ টাকা আত্মসাত করে চলছে।

জানা গেছে, মাদ্রাসাসমূহের হাজিরা খাতায় ছাত্রদের নাম সন্তোষজনক থাকলেও ড্রপ আউটের ব্যাপারটি বিচিত্র। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাদ্রাসাসমূহে ছাত্রদের উপস্থিতির হার একেবারেই হতাশাব্যঞ্জক। গ্রামে গঞ্জের অধিকাংশ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জোড়াতালি দিয়ে চালাচ্ছে। উচ্চতর পরীক্ষায় বেশিরভাগ মাদ্রাসার দু'চারজন ছাত্র মাত্র পরীক্ষা দিতে যায়। ফলে, মাদ্রাসাগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র না থাকায় শিক্ষকরা ছাত্র বেতন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একমাত্র বেতনের সরকারি অংশের দিকে তাকিয়ে তারা মাসের পর মাস কাটান।

অন্যদিকে মাদ্রাসা নিয়ে ব্যবসার শেষ নেই। জামাত-শিবিরসহ বিভিন্ন মৌলবাদী দল মাদ্রাসা ছাত্রদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। গরিব অনাথ অনেক শিশুকে নিজস্ব মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে তারা তাদের কর্মি হিসেবে ব্যবহার করে। রাজধানী ঢাকার মাদ্রাসাগুলোও বিভিন্ন মৌলবাদী রাজনৈতিক চক্রের দখলে রয়েছে। কোমলমতি শিশুদের মিছিলে নামিয়ে যেসব স্লোগান শিখিয়ে দেয়া হয় তার অর্থ এ শিশুরা কেউই জানে না। ৫ থেকে ১০ বছরের শিশুদের শেখানো হয় মিছিলে গিয়ে জেহাদী মনোভাব নিয়ে মারা গেলে শহীদ হবে, বাঁচলে গাজী হবে। রাজধানীতে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সকল দাঙ্গায় এ শিশু-কিশোরদের ব্যবহার করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এই শিশুরা কেউই জানে না তসলিমা নাসরিন কে? সালমান রুশদি কে? অমুক পত্রিকা বন্ধ কর এই স্লোগান তারা দিলেও পত্রিকা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। একটি মিথ্যাচারের মাধ্যমে তাদেরকে গড়ে তোলা হয়। নরসিংদী গাবতলী মাদ্রাসার একজন ছাত্র নিউজ মিডিয়া প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপকালে বলেন,

এর পর ২-এর পাতায়

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

শেষের পাতার পর

'আমাদের সবাইকে জামাত করতে হয়। না করলে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার অথবা শিবির চক্রের বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হতে হয়। আপনাদের সঙ্গে কথ বলেছি এটা জানলেও অসুবিধায় পড়তে হবে। আমাদের অধ্যক্ষ একজন জামাত নেতা। তিনি গোলাম আযমের বই পাঠ্য তালিকায় বাধ্যতামূলক করেছেন।'

জানা গেছে, সারা দেশের মাদ্রাসাগুলোর পরিবেশ একই রকম। একেকটি মাদ্রাসা একেক মৌলবাদী গোষ্ঠির দখলে। বাস্তবিক কোনো ধর্মীয় শিক্ষা কিংবা বিজ্ঞান শিক্ষা এখানে হয় না। যার কারণে মাদ্রাসা থেকে পাস করার পর সবাইকে হয় বেকারত্ব নতুবা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা, মসজিদের ইমামতি কিংবা বাড়িতে বাড়িতে মিলাদ পড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। কাজ নেই বলে অনেকেই গ্রামে গঞ্জে ফতোয়া দিয়ে বেড়ায়। একজন অর্থনীতিবিদের মতে, এরা মূলত ছদ্মবেশী বেকার।